চুয়াডাঙ্গায় মোটরযান চালকদের লাইসেন্স নবায়নের দাবীতে মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গায় মোটরযান চালকদের লাইসেন্স নবায়নের দাবীতে মানববন্ধন করেছে পেশাদার মোটরযান চালক ও তাদের পরিবারের সদস্যরা। আজ শনিবার (৩১ আগস্ট) সকাল ১০টায় চুয়াডাঙ্গা শহরের একাডেমী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে মানববন্ধন করেন তারা।

মানববন্ধনে ভুক্তভোগী পেশাদার মোটরযান চালকরা বলেন, পেশাদার চালকদের লাইসেন্স নবায়নের আবেদনের ফাইল বিআরটিএ অফিসে কয়েক বছর ধরে পড়ে আছে। আঙুলের ছাপ দিয়েও লাইসেন্স পাওয়া যাচ্ছে না। জন্ম তারিখ সংশোধন করে চালকদের লাইসেন্স নবায়ন করার জন্য বিগত এক বছরে চারবার তারা মানববন্ধন করেছে। আঙুলের ছাপ দেয়া পেশাদার চালকদের লাইসেন্স তাদের জাতীয় পরিচয়পত্রে থাকা জন্ম তারিখের সঙ্গে অমিল থাকায় আঙুলের ছাপ দেয়া প্রায় ৫০ জন চালকের লাইসেন্স দীর্ঘদিন যাবৎ প্রিন্ট হচ্ছিল না। এরপর মানববন্ধন ও আন্দোলনের কারনে জন্ম তারিখ সংশোধন কার্যক্রম শুরু হয়। কিন্তু যাদের কারনে মানববন্ধন করা হয়েছিলো, তাদের লাইসেন্সগুলো এখনও পর্যন্ত স্মার্ট কার্ড প্রিন্ট হয়নি। ৪৭৭ নং স্মারকে ২০০১ সালে জন্ম তারিখ সংশোধনের জন্য একটি প্রজ্ঞাপন হয়েছিলো। এই প্রজ্ঞাপনের পরে জন্ম তারিখ সংশোধনের জন্য আরো একটি প্রজ্ঞাপন ২০১৬ সালে হয়েছিলো এবং মানববন্ধন ও আন্দোলনের পরে ২০২৩ সালে একটি অনুমোদন দেওয়া হয়। যে অনুমোদনের কারণে সমস্ত জন্ম তারিখ সংশোধন পূর্বক চালকদের লাইসেন্স প্রিন্ট করা হয়। কিন্তু যে সকল লাইসেন্স প্রিন্ট হতে বাকী ছিলো সেই সকল লাইসেন্সের একটি তালিকা সদর কার্যালয়ে ও অন্যান্য দফতরে প্রেরণ করা হয়েছিলো। উক্ত দপ্তরগুলো তালিকা চেয়ে তালিকা অনুযায়ী কাজ শেষ না করে তালিকাভুক্ত লাইসেন্সগুলো পূর্বে অনলাইন থেকে ই-ড্রাইভিং লাইসেন্স দিয়ে রাস্তায় গাড়ি চালাতো এবং চালকরা তাদের জীবিকা অর্জন করতে রাস্তায় গাড়ি চালাতে প্রশাসনিক কিছুটা সুবিধা পেত। কিন্তু তালিকা দেয়ার পর উক্ত লাইসেন্সগুলো মনে হয় কোনো আক্রোশে রেফারেন্স রিমার্কে ফেলে দিয়েছে। সেই সঙ্গে জনগণকে ভুল বোঝানোর মতো প্রতারণা করা হয়েছে। যার কারনে এই লাইসেন্সগুলো অনলাইন কপি আর দেখা যাচ্ছে না। এই চালকদের লাইসেন্সগুলো যে

রেফারেন্স রিমার্কে ফেলেছে তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। যাদের ভলিউম ও রেকর্ড পরীক্ষা পাশের রেজুলেশন সব ঠিক আছে, জন্ম তারিখের জন্য চালকরা স্ত্রী সন্তান নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে। অনেকের ছোট বড় স্কুল কলেজে পড়ুয়া ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে।

বিআরটিএ সদর কাযার্লয়ের দূর্ণীতিগ্রস্হ কর্মকর্তাদের অতিদ্রুত বদলী করা উচিত বলে চালকরা মনে করে। যে দেশে বৈধ চালকের চেয়ে অবৈধ চালকের সংখ্যা একেবারে কম না, সে দেশে বৈধ চালকদের লাইসেন্সগুলো সমস্যা সমাধান করে দিতে অসুবিধা কিসের? মানববন্ধনে কয়েক দফা দাবীর মধ্যে যাদের নন স্মার্ট কার্ড লাইসেন্স ছিলো তাদের লাইসেন্স স্থানীয় বিআরটিএ অফিস থেকে ভলিউম ও রেকর্ড দেখে এক্সেল করার একটি সুযোগ প্রদান করেছিলো। কিন্তু ওই সুযোগটা কবে এসেছে আর কবে শেষ হয়েছে এটা বোধগম্য ছিলো না। এই নন স্মার্ট কার্ডগুলো এক্সেল করার মাধ্যমে লাইসেন্সগুলোর স্মার্ট কার্ড করার জন্য আবারো এক মাসের জন্য এই সুযোগটা প্রদান করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নচেৎ সারা বাংলাদেশে এই সকল চালকদের পরিবার পরিজন নিয়ে রাস্তায় বসা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না। মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি এম.জেনারেল ইসলাম, ট্রাঙ্কলড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম ও মাইক্রোবাস শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি রানা ইসলাম।

মানববন্ধনে ছাত্র-ছাত্রী, চালক ও তাদের পরিবারের সদস্যরা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, সাংবাদিক, লেখক, নিরাপদ সড়ক চাই ও শ্রমিকরা অংশগ্রহণ করেন।

নতুন নাটক বিনির্মাণে কাজ করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে দর্শনার অনিবার্ণ

দর্শনা অনিবার্ণ থিয়েটার দীর্ঘদিন পর নতুন নাটক বিনির্মাণে কাজ করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে দর্শনা অনির্বাণ থিয়েটার।

গতকাল শুক্রবার সন্ধায় অনিবার্ণ থিয়েটারের নিবার্হী সদস্য আওয়াল হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় নাটকের কাজ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এছাড়া চলতি মাসে পযার্য়ক্রমে সংগঠন ওয়ার্শপ, নাটকের মহড়া ও নাট্য কর্মশালাসহ নানা কর্মসূচি হাতে নিতে যাচ্ছে। এছাড়া দর্শনার বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশ গ্রহনকারীদের সাথে মতবিনিম সভা করার সিদ্ধান্ত নেয় হয়েছে। দেশে করোনাসহ নানা কারণে দীর্ঘদিন বড় ধরণের অনুষ্ঠান পরিবেশনের প্রত্যয় নিয়েছে।

সভায় উপস্থিত ছিলেন, অর্থ সম্পাদক কবিরুল ইসলাম লিপু,সহ-সাধারণ সম্পাদক মাহাবুবুর রহমান মুকুল, সহ-সম্পাদক অনুষ্ঠান, সম্পাদক প্রকাশনা প্রচার সাজ্জাদ হোসেন, সাবির হোসেন (মিকা), আবুল হোসেন, মোস্তাফিজুর রহমান (মনা),নিবার্হী মিলন, সদস পপি, পল্লী, পূবার্, পূজা, বর্ষন, ববি, ফাইম, রাজা, রিফাত, রিদয় প্রমুখ।

চুল দাড়ি কেটেও পালিয়ে রেহাই পাইনি অপরাধীরা–তনু

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের আরামডাঙ্গা পূর্বপাড়া যুব সাংগঠনিক ক্লাবের আয়োজনে গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা ৭ টার দিকে আরামডাঙ্গা পূর্বপাড়ায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় কার্পাসডাঙ্গা ২ নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি আবু তালেব এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সাধারন সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্য বলেন আওয়ামীলীগ সরকারের পতনের পর তার দলের নেতারা অপরাধের জন্য চুল দাড়ি কেটে পালাতে গিয়েও শেষ রক্ষা করতে পারেনি। অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি মানিকের অবস্থা আপনারা দেখেছেন। কলার পাতায় শুয়ে থেকেও পার পাননি।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন থানা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক আবুল হাসেম, উপজেলা সেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব জাকির হোসেন,সদর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুর রহিম, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সামসুল আলম মেম্বর,সিনিয়র সহ-সভাপতি করম আলী মেম্বর,যুগ্ম সাধারন সম্পাদক জুলফিক্কার আলী ভুট্টো, সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম টুটুল, দামুড়হুদা থানা কৃষক দলের সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক আব্দুল মতিন খসরু,২ নং ওয়ার্ড বিএনপির সাধারন সম্পাদক আতিয়ার মালিথা, সাবেক সভাপতি সিরাজুল ইসলাম, ১ নং ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সভাপতি এ্যাড:আব্দুল্লাহ আল মামুন এরশাদ, সাবেক মেম্বর মুকুল মোল্লা, আবু ছাইদ মোড়ল, মোক্তার আলী, থানা যুবদল নেতা মাবুবুর রহমান জনি, উপজেলা ছাত্রদলের আহবায়ক আবজালুর রহমান সবুজ।যুবদল নেতা দেলোয়ার, রুস্তম, কবির, আহসান, মমিন,ক্লাবের সভাপতি আল আমিন, বিপ্লব, আলামিন, ওসমান, ইয়াকুব প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা সেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক মো:আব্দুল কাদের।

দর্শনা-দামুড়হুদা মহাসড়কে ত্রিমুখী সংঘর্ষ নিহত ১

দর্শনা দামুড়হুদা মহাসড়কের কাঠাল তলায় মোটরসাইকেল ভ্যান মাইক্রোবাস ত্রিমুখী সংঘর্ষে আবু তাহের নামের একজন ভ্যান চালকের মর্মান্তিক মৃত্য হয়েছে।

জানাগেছে গতকাল শুক্রবার সকাল ৯ টার দিকে ভ্যানে করে যাত্রী নিয়ে জয়রামপুর কাঁঠালতলা নামক স্থানে পৌছালে বিপরীত দিক থেকে আসা দ্রুতগামী একটি মোটরসাইকেলর সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ভ্যান চালক আবু তাহের রাস্তায় ছিটকে পড়ে গেলে অন্য দিক থেকে আশা মাইক্রোবাস তার পায়ের উপরদিয়ে চলে যায়। এতে ঘটনাস্থলে মারাত্মকভাবে আহত হয়। আহত আবু তাহেরকে পথচারীরা উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন সময়ে বিকাল ৩ টার দিকে তার মৃত্য হয়। নিহত আবু

তাহের দর্শনা পৌরসভার পরানপুর গ্রামের কাউছার আলীর ছেলে।

বাদ মাগরিব পরানপুর স্কুলমাঠে আবু তাহের জানাযা শেষে স্থানীয় কবরস্থানে দাপন সম্পূর্ণ হয়। আবু তাহেরের আকস্মিক মৃত্যুতে ঐ গ্রামে নেমে আসে শোকের ছায়া।

দর্শনায় দুর্গাপ্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত কারিগররা

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা ঘিরে প্রতিমা তৈরিরে ব্যস্ত সময় পার করতে দেখা গেছে দর্শনা রামনগর কালিদাশপুর গ্রামের আদর্শ দাস পাড়া মন্দিরে। মন্দিরের সভাপতি সঞ্জয় বলেন আসছে আগামী ৯ অক্টোবর ২০২৪ রোজ বুধবার পালিত হবে মহাষষ্ঠী । মহাসপ্তমী পালিত হবে ১০ অক্টোবর বৃহস্পতিবার। মহাষ্টমী পালিত হবে ১১ অক্টোবর শুক্রবার। মহানবমী পালিত হবে ১২ অক্টোবর শনিবার। বিজয়া দশমী পালিত হবে আগামী ১৩ অক্টোবর রবিবার। আমাদের এই অনুষ্ঠানে ৪ থেকে ৫ হাজার ভক্ত অংশগ্রহন করে থাকে।

প্রতিমা তৈরির প্রধান কারিগর বিকাশ রায় জানায় আমরা এখন ব্যস্ত সময় পার করছি। কারণ সঠিক সময়ে আমার কাজ শেষ করতে হবে। প্রতিমা তৈরিতে ১০ দিন মতো সময় লাগে। আমি ৩২ বছর ধরে এই কাজ যত্ন সহকারে করে আসছি। আমার সাথে আরও ৩ জন কাজ করছে যার কারণে আমাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে না। মন্দিরের সেক্রেটারি আশিক কুমার দাস বলেন আমাদের মন্দিরের নাম শ্রী শ্রী রাধামাধব সার্বজনীন পূজা মন্দির এটা ১৯৯০ সালে স্থাপন করা হয়। প্রতি বছরের মতো এবারও জাঁকজমক ভাবে শারদীয় দুর্গাপূজা পালন করবো আমরা । আমাদের দর্শনা পৌরসভায় ৫ টি মন্দির রয়েছে, দর্শনা পুরাতন বাজার, দর্শনা আমতলা পূজামণ্ডপ, দর্শনা কেরুজ পূজা মণ্ডপ, কালিদাসপুর দাস পাড়া, কালিদাপুর বাগদীপাড়া।

মন্দিরের ক্যাশিয়ার শ্রী অপু দাস বলেন এই বছর মহাসপ্তমী বৃহস্পতিবার পড়ায় দেবীর আগমন হবে দোলা বা পালকিতে। শাস্ত্র

অনুসারে দোলা বা পালকিতে দেবীর আগমন হলে সূচিত হয় ভয়ঙ্কর মহামারী যাতে বিপুল প্রাণ হানির আশঙ্কা থাকে। আবার ২০২৪ – এ বিজয়া দশমী রবিবার পড়ায় এই বছর দেবী ফিরে যাবেন গজ বা হাতিতে। গজ হল দেবীর উৎকৃষ্টতম বাহন, দেবীর আগমন বা গমন হাতিতে হলে মর্ত্যলোক ভরে ওঠে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধিতে এবং ভক্তদের মনের ইচ্ছে পূরণ হয়।

দামুড়হুদায় সবুজ সংঘের উদ্যোগে বর্ন্যাতদের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান

দামুড়হুদার দৈউলী সবুজ সংঘের উদ্যোগে বর্ন্যাত মানুষের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে “আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনে’র” মোবাইল ব্যাংকিং একাউন্টে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

জানাগেছে, ২০২০ সালে প্রতিষ্ঠিত দামুড়হুদার ” দেউলী যুব সংঘ” এর উদ্যোগে কয়েকদিনে গ্রামের বিভিন্ন শ্রেনীপেশার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে বর্ন্যাতদের জন্য ২১ হাজার টাকা সংগ্রহ করা হয়। সংগ্রহকৃত অর্থ গতকাল শুক্রবার সকালে আস সুন্নাহ ফাউন্ডেশন মোবাইল ব্যাংকে প্রদান করা হয়েছে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দৈউলী যুব সংঘ’র সভাপতি আকরাম হোসেন, সহ সভাপতি আবু তালহা, সাধারন সম্পাদক তারিকুল, সদস্য বিপ্লব, তৌফিক, তানভীর, আল সাহিদ, শাফায়েত, সাব্বির, আরেফিন, জুবায়ের সহ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ প্রমুখ।

মাত্র ৬০০ টাকা বেতন থেকে হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক সাবেক এমপি টগর

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সদ্য বিদায়ী আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগর টগর, যিনি ৬০০ টাকার কর্মচারী থেকে কয়েক হাজার কোটি টাকার মালিক বনে গেছেন। কিভাবে এই উত্থান কিভাবে সম্ভব হল এত টাকার মালিক হওয়া।তাহলে একটু পিছনে যেতেই হবে, এমপি হওয়ার পূর্বে আলী আজগর টগর ইসলাম গ্রুপে ৬০০ টাকা বেতনের চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন।

পারিবারিক ভাবে জামায়াতে ইসলাম বা মুসলিম লীগ পরিবারের সন্তান তিনি। তার পিতার নাম আব্দুল ওহাব ওস্তাগার। চাচার নাম ফকির ডাক্তার, যে ফকির ডাক্তার মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী বিশাল ভূমিকা রাখেন এবং চুয়াডাঙ্গা জেলা শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। ইসলাম গ্রুপের চাকুরী করা কালীন সময়ে হাতিয়ে নেন বেশ কিছু টাকা। তারপর ইচ্ছা জাগে রাজনীতি করার। তখন ওই আসনের দুজন বর্ষিয়ান নেতা রাজনীতি করতেন একজন মির্জা সুলতান রাজা ও আরেকজন মোজাম্মেল হক যিনি মোজাম্মেল কন্টাকটার নামে পরিচিত অথবা বঙ্গজ বিস্কুটের মালিক ছিলেন তিনি। সুলতান রাজা ছিলেন আওয়ামী লীগের নেতা, স্বাধীনতা যুদ্ধের বিশিষ্ঠ সংগঠক। আলী আজগর টগরের কুট কৌশলে এবং স্থানীয় এক লোভী নেতার সহায়তায় আওয়ামী লীগের জেলার শিল্প ও বাণিজ্য সম্পাদক পদটির লাভ করেন তৎকালীন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজাদুল ইসলাম আজাদ এই কুকর্মটি করেছেন। আজাদুল ইসলাম আজাদ সে সময়ে আলী আজগর টগরের কাছে কয়েক লক্ষ টাকার বিনিময়ে পদটি বিক্রি করেছিলেন। তারপর একে একে মির্জা সুলতান রাজা কে, আজাদুল ইসলাম আজাদকে পিছনে ফেলে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় এক প্রভাবশালী নেতার সহায়তায় তিনি চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের নমিনেশন বাগিয়ে নেন।

তারপর শুরু হয় তার আসল খেলা। একের পর এক সমস্ত জাতীয় পত্রিকায় কাহিনী ছাপা হতে থাকে আলি আজগর টগরকে নিয়ে ।

২৯/০২/২০০৯ দৈনিক আমার দেশ পত্রিকায় পৃষ্ঠা নাম্বার এক কলম নাম্বার তিন শিরোনাম করে আলী আজগর টগর ও তার দুই ভাইয়ের রাজত্বে

দুই উপজেলার মানুষ অতিষ্ঠ। এক ভাইয়ের নাম আলী মনসুর বাবু তাকে মনসুর বাবু বলে ডাকে না তাকে বলতে হয় গোল্ডেন বাবু। কারণ তিনি গোল্ড চোরাকারবারীর মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছেন। আরেক ভাই আরিফ সে জীবননগর কন্ট্রোল করেন। এদের মূল ব্যবসা সোনা যাবে ইন্ডিয়ায় আসবে ফেনসিডিল। এই ব্যবসা করে কোটি কোটি টাকা টগর পরিবার রোজগার করেছেন। আওয়ামী লীগের প্রার্থীকে হারিয়ে বিদ্রোহী প্রার্থী হিসেবে আলী আজগার টগর তার ভাই বাবুকে উপজেলা চেয়ারম্যান বানিয়েছেন, ভোটার বিহীন নির্বাচনের মাধ্যমে। জীবননগর ও দামুড়দা উপজেলার যতগুলি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আছে প্রত্যেকে আলী আজগর টগরের নিজস্ব লোক বলে খ্যাত। কারণ এদের মাধ্যমেই আলী আজগার টগর ও তার ভাই বাবু ওরফে গোল্ডেন বাবু ও আরিফ কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। ব্যবসা একটাই যাবে সোনা আসবে ফেনসিডিল।এদের সহযোগী নফর আলী দর্শনা পৌর কাউন্সিলর,সৌরভ হোসেন খাঁন ওরফে (সৌরদ্দী) চেয়ারম্যান, আব্দুল হান্নান চেয়ারম্যান, দামুরহুদার হযরত আলী চেয়ারম্যান, মুক্তার আলী চেয়ারম্যান আরো অনেকে। ঢাকা থেকে ক্রসফায়ারের তালিকা হয় সেই তালিকায় দুই ভাই তালিকাভুক্ত হয়ে পালিয়ে যায় ইন্ডিয়াতে। তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে মোটা অংকের অর্থ দিয়ে ক্রসফায়ার থেকে নাম বাদ দেয়।

আলী আজগর টগর এমপি এমন কোন অপরাধ নেই যা তিনি করেন নাই। হাট বাণিজ্য, ঘাট বাণিজ্য, রাস্তা বাণিজ্য, খাল বাণিজ্য, সবকিছু নায়ক আলী আজগর টগর।

আলী আজগর টগরের মূল ব্যবসা হলো সোনা পাচার বিনিময়ে ফেন্সিডিল আমদানি। এত অপকর্ম করেও বারবার নমিনেশন পেয়েছে শেখ পরিবারের আশীর্বাদ এবং বিপুল অর্থের বিনিময়ে।

শুধু চোরাকারবারী, চাঁদাবাজি করেই সে ক্ষান্ত হয় নাই। জীবন নগর উপজেলার কৃষ্ণপুর গ্রামে সৌর বিদ্যুতের নামে ১৮০ একর জমি দখলের মূল হোতা আলী আজগার টগর। সহযোগী ছিল যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জাহাঙ্গীর আলম। যদিও ভাগ বাটারা নিয়ে জাহাঙ্গীরের সাথে তার বিভেদ সৃষ্টি হয়। সিঙ্গাপুর ভিত্তিক একটি কোম্পানির কাছে কয়েকশো কোটি টাকা নিয়ে ১৮০ একর জমি যাহা তিন ফসলি জমি, সাইক্লেষ্ট এনার্জি পিপিআই লিমিটেড, সিঙ্গাপুরের কাছে হস্তান্তর করেন। জমি দখল করতে গিয়েই গন্ডগোল শুরু হয়। দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিনে এই খবর ছাপা হয়েছিলো। বাংলাদেশ প্রতিদিন ও ডিবিসি নিউজ স্পেশাল এ ছাপা হয় প্রতিদিন এভারেজ ৬০ কেজি সোনা ভারতে

যাচ্ছে বদলে আসছে ফেনসিডিল, দৈনিক মাথাভাঙ্গা খবর ছাপায় জীবননগরের খয়েরহুদা গ্রামে বাড়িঘর ভাংচুর করে দখল করার অভিযোগ আলী আজগার টগরের নামে।

খয়েরহুদা গ্রামের মোল্লাপাড়ার মৃত ফজর আলী মোল্লার ছেলে জহির মোল্লা অভিযোগ করেন ২২ বছর পূর্বে তিনি বসতবাড়ি ক্রয় করেন যাহা চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের এমপি আলী আজগর টগর তার লোকজন সহ স্থানীয় গোন্ডা বাহিনী দিয়ে দখল করে নিয়েছিলেন।

বিগত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২২ সালে চুয়াডাঙ্গা ২ আসনে দামুড়হদাতে দুইটি বড় সোনার চালান ধরা পড়ে যার মূল্য প্রায় ১৪ কোটি টাকা।

বিশেষ এক সূত্র থেকে জানা যায় এই চালানের মালিক ছিলেন আলী আজগার টগর এবং সহযোগী ছিলেন তৎকালীন চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের এসপি। চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের ভোট বিহিন কথিত সাবেক এমপি আলী আজগার টগর সম্প্রতি তিনি ৪০ লক্ষ ডলার পাচারের ঘটনায় জড়িত রয়েছেন, যার তদন্ত চলমান রয়েছে ।

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগরের সহযোগী দর্শনার মানি এক্সচেঞ্জের মালিক আরিফ এর মাধ্যমে ৪০ লক্ষ ডলার ভারতে পাচার করেছেন। টগরের এই সমস্ত অপকর্মের টাকা দিয়ে তার দুই ভাইয়ের নামে কলকাতার সল্ট লেকে দুটি বিলাশ বহুল ফ্লাট ক্রয় করেছেন।

দামুড়হুদায় আইন শৃঙ্খলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভা

দামুড়হুদা উপজেলা আইন- শৃঙ্খলা, চোরা চালান ও নাশকতা, মানবপাচার এবং নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার সকাল সাড়ে ১০ টায় উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পরিষদের

সভাকক্ষে এ মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বক্তারা এলাকার চলমান পরিস্থিতিতে উপজেলার সার্বিক আইন শৃঙ্খলা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। আগামীতে সার্বিক বিষয়ে আইন শৃঙ্খলার যেন কোন অবনতি না ঘটে সে জন্য করনীয় শীর্ষক আলোচনা করেন।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতার সভাপতিত্বে এসময় সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে এইচ তাসফিকুর রহমান, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, জেলা জামায়াতে ইসলামির নায়েবে আমীর ও সাবেক দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান মাও: মো: আজিজুর রহমান, দামুড়হুদা উপজেলা জামায়াতে ইসলামির আমীর নায়েব আলী, উপজেলা স্বাস্থ্য ও প.প. কর্মকর্তা ডাঃ হেলনা আক্তার নিপা, উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আলমগীর কবীর, দর্শনা থানার ইন্সপেক্টর (অপারেশন্স) নিরব হোসেন, দর্শনা থানা বিএনপির সভাপতি খাজা আবুল হাসনাত, দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট, দর্শনা পৌর জামায়াতে ইসলামির আমীর মাহবুবুর রহমান, সেক্রেটারী জেনারেল আব্দুল কাদের, বীর মুক্তিযোদ্ধা রেজাউল করিম, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হান্নান, দামুড়হুদা সদর ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান শরিফুল আলম মিল্টন, দামুড়হুদা পাইলট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক নজরুল ইসলাম, দামুড়হুদা প্রেস ক্লাবের আহবায়ক শামসুজ্জোহা পলাশ, যুগ্ম আহ্বায়ক মিরাজুল ইসলাম মিরাজ, দামুড়হুদা উপজেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি আশরাফ আলী মল্লিক, সাধারণ সম্পাদক জামাল উদ্দিন, উপজেলা হিন্দু বৌদ্ধ ঐক্য খ্রিস্টান পরিষদের সভাপতি উত্তম রঞ্জন দেবনাথ, উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার তোফাজ্জেল হোসেন, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হোসনে জাহান, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এস এম বজলুর রশীদ, উপজেলা শিক্ষা অফিসার আবু হাসান, উপজেলা আনসার ভিডিপি অফিসার মোঃ সাজিদ, কোম্পানি কমান্ডার ঠাকুরপুর বিজিবি সুবেদার সাইফুল ইসলাম, কোম্পানি কমান্ডার মুন্সিপুর বিজিবি নায়েক সুবেদার শ্রী তাপস কুমার, কোম্পানি কমান্ডার দর্শনা বিজিবি আশরাফুল ইসলাম, দামুড়হুদা মডেল থানার ডিএসবি অফিসার এস আই আসাদুজ্জামান, ডিএসবি অফিসার সেলিম হাসান, দর্শনা সরকারি কলেজর প্রভাষক রাজু আহমেদ, দামুড়হুদা পাইলট গালর্স স্কুল এ্যান্ড কলেজের প্রধান শিক্ষিকা ফাহমিদা খাতুন, দামুড়হুদা মডেল সরকারি প্রাঃ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কুতুব উদ্দিন

প্রমূখ।

আলমডাঙ্গার বেলগাছি ইউপি চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে ১২ সদস্যের অনাস্থা

আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান মাহমুদুল হাসান চঞ্চলের বিরুদ্ধে অনিয়ম-দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতাসহ বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ তুলেছে ইউপি সদস্যরা।

এ বিষয়ে গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে তারা চেয়ারম্যানের অব্যাহতি চেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে লিখিত অনাস্থা দিয়েছে পরিষদের ১২ জন সদস্য।

মাহমুদুল হাসান চঞ্চল উপজেলার বেলগাছি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন। তিনি ২০২১ সালের ২৮শে নভেম্বর আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী হয়ে নৌকার বিপক্ষে স্বতন্ত্র (আনারস) প্রতিক নিয়ে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

অনাস্থা প্রস্তাবে সই করেন ইউপি সদস্য হারুন মন্ডল, শাহাদত হোসেন, রবিউল ইসলাম, মেহেরাজ আলী, ঠান্ডু আলী, শামিম রেজা, সেন্টুু মালিতা, লাল্টু আলী, শ্রীমতি লিনা বিশ্বাস, তাপসী নেছা, মজিরন খাতুন ও রাহান উদ্দীন।

লিখিত ওই প্রস্তাবে ইউপি সদস্যরা উল্লেখ করেছেন, বেলগাছি ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান মাহমুদুল হাসান চঞ্চল রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে হুমকি-ধামকি ও ভয়ভীতি দেখিয়ে ৩২ মাসের বেতন না দিয়ে রেজিস্ট্রি খাতায় স্বাক্ষর করিয়ে নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে বের করে দেন। পরিষদের উন্নয়ন মূলক কাজের আয়-ব্যায়ের হিসাব মাসিক সভায় পেশি শক্তির ভয় দেখিয়ে ইউপি সদস্যদের সাক্ষর করে নেয়। এছাড়া তিনি দলীয় প্রভাব খাটিয়ে স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে গৃহীত প্রকল্পের কাজ না করেই টাকা উত্তোলন করে নেন। হতদরিদ্র কর্মসূচি

প্রকল্পের ৬৪ জন শ্রমিকের মোবাইলের সিম কার্ড তার হেফাজতে রেখে দেয়। ওই প্রকল্পের শ্রমিকদের প্রাপ্য টাকা না দিয়ে চেয়ারম্যান নিজেই তুলে আত্নসাৎ করেন। ইউনিয়ন পরিষদ সংস্কারের ১২ লাখ টাকা চেয়ারম্যান নিজেই (পিআইসি) হয়ে নামমাত্র কাজ করে বিল তুলে নেয়।

তারা অভিযোগে আরও উল্লেখ করেন, গত তিন বছরে ইউনিয়ন পরিষদে প্রায় ২৪/২৫ লাখ টাকা ট্যাক্স আদায় হয়েছে। পরিষদের (সচিব) লিমন শেখ কাছে জানতে চাইলে তিনি চেয়ারম্যানের কাছে জানতে নির্দেশ দেন। এবিষয়ে চেয়ারম্যান চঞ্চলের কাছে জানতে গেলে ইউপি সদস্যদের উপর চড়াও হয়ে মারপিট করে। এছাড়া জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তরে গভীর নলকূপ সাবমার্সেবল টিউবওয়েল নির্মাণের জন্য সচিবের নিকট ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা দেওয়া হয়। ওই টাকা ইউপি চেয়ারম্যান আত্নসাৎ করেছে। পরিষদে সাপ্তাহিক গ্রাম্য সালিশে বাদি-বিবাদী যে জরিমানা করা হয়, চেয়ারম্যান ওই টাকাও আত্নসাৎ করে নেয়। তাঁর এমন দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা ও অনিয়মের কারণে অনাস্থা করেছি এবং তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়।

ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য হারুন মন্ডল বলেন, ‘স্ত্রী-সন্তান নিয়ে ভীষণ কষ্টে দিন পার করতেছি। মাসিক ১০ হাজার টাকা ভাতা পাই। এর মধ্যে সাড়ে চার হাজার পাই রাজস্ব খাত থেকে বাকি সাড়ে পাঁচ হাজার পাই পরিষদের আয় থেকে। প্রায় তিন বছর ধরে পরিষদের অংশের কোনো ভাতা পাই না।

এ ব্যাপারে চেয়ারম্যান মাহমুদুল হাসান চঞ্চল মুঠোফোনে বলেন, ‘সব সময় তাঁরা (ইউপি সদস্যরা) অসহযোগিতা করে যাচ্ছেন। যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সদস্যদের অবহিত করা হয়। ডাকলেও তাঁরা আসেননি।’ সদস্যদের ভাতা না দেওয়ার বিষয়ে তিনি বলেন, পরিষদের আয়ের ওপরেই ভাতা পাওয়া নাপাওয়া নির্ভর করে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) স্নিগ্ধা দাস বলেন, এখনো আমি কাগজ হাতে পায়নি। তবে একজন সিনিয়র অফিসারের মাধ্যমে তদন্ত করা হবে। সরকারি বিধি মোতাবেক তদন্ত সাপেক্ষে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দর্শনায় বিজিবির অভিযানে ৪৬০ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেটসহ যুবক আটক

দর্শনায় ৬ বিজিবি মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৪৬০ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেটসহ সবুজ আহমেদকে (৩২) আটক করে। আটককৃত সবুজ ঝিনাইদহ জেলার কাঞ্চনপুর গ্রামের রিয়াজুল মোল্লার ছেলে।

জানাযায় গত সোমবার রাত ১০ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) এর অধিনায়ক লেঃ কর্নেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান, পিএসসির নেতৃত্বে, অভিযান চালায় দর্শনা ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামে।

এ সময় দর্শনা বিওপি’র টহল কমান্ডার সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্ত মেইন পিলার ৭৭/৪-এস হতে আনুমানিক ৩.৫ কিঃমিঃ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঈশ্বরচন্দ্রপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে পাঁকা রাস্তার পার্শ্বে এ্যাম্বুশ করে। বিজিবি একজন বাংলাদেশী নাগরিককে সন্দেহ হলে মোটরসাইকেলসহ তাকে তল্লাশি করে। পরে সবুজের কাছ থেকে ৪৬০ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেট ০১টি মোটর সাইকেল, ০২ টি মোবাইল এবং ০৩ টি সীম কার্ড উদ্ধার করে। পরে দর্শনা বিওপি কমান্ডার বাদি হয়ে দর্শনা থানায় মামলা দায়ের করে।